যুগান্তর
তারিখ 25 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করে জাতিকে নিঃশেষ করার প্রক্রিয়া চলছে

মুসতাক আহমদ

দেশে উচ্চশিক্ষা স্তরে বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা। বর্তমানে ২১টি পাবলিক ও ৫১টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে মূলত সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতির ভয়াল-নেতিবাচক প্রভাব, শিক্ষক রাজনীতি, আইনের লংঘন, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতা ও নীতিবোধের অভাব, সেশনজট, শিক্ষা নিয়ে অবাধ বাণিজ্য, শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রিসহ নানা কারণে এই বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত উচ্চশিক্ষা থেকে। শিক্ষার্থীরা পাস করে বের হয়ে জাতির সম্পদের পরিবর্তে বোঝায় পরিণত হচ্ছেন। উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'এপেক্সবডি' খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর হতাশার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ২০০৫ সালের ওই রিপোর্টটি বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। এতে সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট উৎপাদন বন্ধ, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন, রক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে জাতি গঠনে ব্যবহারে কার্যকর করার জন্য অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা, সেশনজট নিরসনে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, সিলেবাস পুনর্গঠন, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে মান নিরূপণসহ দশ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আইনি পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে ইউজিসির সীমিত সুযোগ থাকার কারণে

ইউজিসির প্রতিবেদনে ১০ দফা সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দৌরাত্ম্য লাগামহীনভাবে বেড়ে চলছে। এ কারণে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত অধ্যাদেশে পরিবর্তন আনা ছাড়াও ইউজিসির আইনি পদক্ষেপ নেয়ার বিধি প্রণয়ন জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, উচ্চশিক্ষা নিয়ে যে দুর্বৃত্তায়ন ও ব্যবসা চলছে এবং প্রকারান্তরে জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে তা বন্ধে মঞ্জুরি কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা বাঁচবে না। সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদনটি পেশ করা হবে। নিয়মানুযায়ী এরপর আগামী সংসদে রিপোর্টটি পাসের জন্য পেশ করা হবে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান জানান, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন ও সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে কমিশন ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা সম্পন্ন করেছে। রিপোর্টেও অনেক সুপারিশ স্থান পেয়েছে। সবগুলোর সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল আশা করেন তিনি।

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরে একাডেমিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দিকের প্রতিবেদন স্থান পায় ইউজিসির বার্ষিক রিপোর্টে। সার্বিক দিক পর্যালোচনা শেষে পূর্ণ কমিশনের সভায় তা পাস এবং কমিশন সুপারিশ করে। সূত্র জানায়, সর্বশেষ রিপোর্টে কমিশন মোট গ্রাজুয়েট : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

গ্রাজুয়েট : সার্টিফিকেটধারী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১০টি সুপারিশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সেশনজট নিরসনে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, সময়ক্ষেপণ ও আর্থিক ব্যয় বন্ধ এবং প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে মেডিকেল কলেজের মতো জাতীয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ক্যাম্পাসের অচলাবস্থা নিরসনে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার বিধি প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রভাবে আয় এবং শিক্ষা আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় ও আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সংশোধন ও মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলোর অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ বন্ধ, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ, উচ্চশিক্ষা স্তরের বিষয়ভিত্তিক ও ডিগ্রিভিত্তিক সুচিন্তিত এবং কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতি ও নীতি প্রণয়ন।

রিপোর্টে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক, পরীক্ষাসহ বিভিন্ন খাতের দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত কঠোরভাবে বলা হয়েছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টি না হয়ে বরং সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে। এসব সমাধানে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারেও রিপোর্টে সুপারিশ রয়েছে।